KOBITAR CLASS AHBNG-402 / C-9

ABONI BARI ACHO

SHAKTI CHATTAPADHYAY

BY

- Dr. Soumyabrata Bandopadhaya
- Assistant Professor
- Dept. of Bengali
- Saltora Netaji Centenary College
- Bankura University

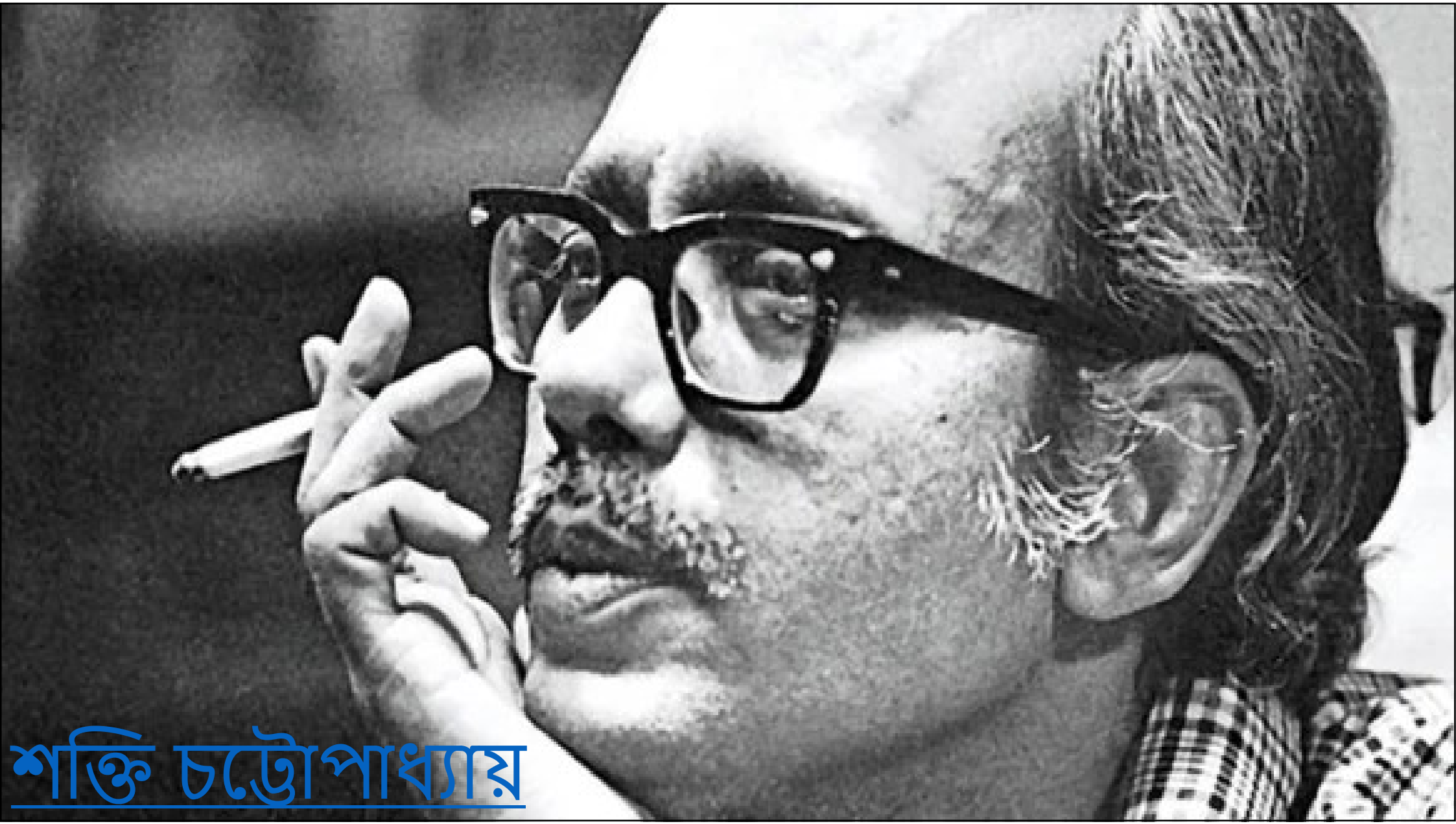
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

(জন্ম – ২২ নভেম্বর ১৯৩৩

মৃত্যু – ২৩ মার্চ ১৯৯৫)

মূল কাব্যগ্রন্থ

'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' (১৯৬৫)

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'(১৯৬১)।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় আনন্দ পুরস্কার পান ১৯৭৫ সালে।

'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো'(১৯৮২) কাব্যগ্রন্থের জন্য শক্তি চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান ১৯৮৩ সালে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ

হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য (১৯৬১)
ধর্মে আছো জিরাফেও আছো (১৯৬৫)
অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি অন্ধকারে (১৯৬৬)
সোনার মাছি খুন করেছি (১৯৬৭)
হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান (১৯৬৯) প্রভু নষ্ট হয়ে যাই (১৯৭২)
মানুষ বড় কাঁদছে (১৯৭৮)
অঙ্গুরী তোর হিরণ্যজল (১৯৮০)
যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো(১৯৮২)
ছবি আঁকে ছিড়ে ফেলে (১৯৯১)

হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ

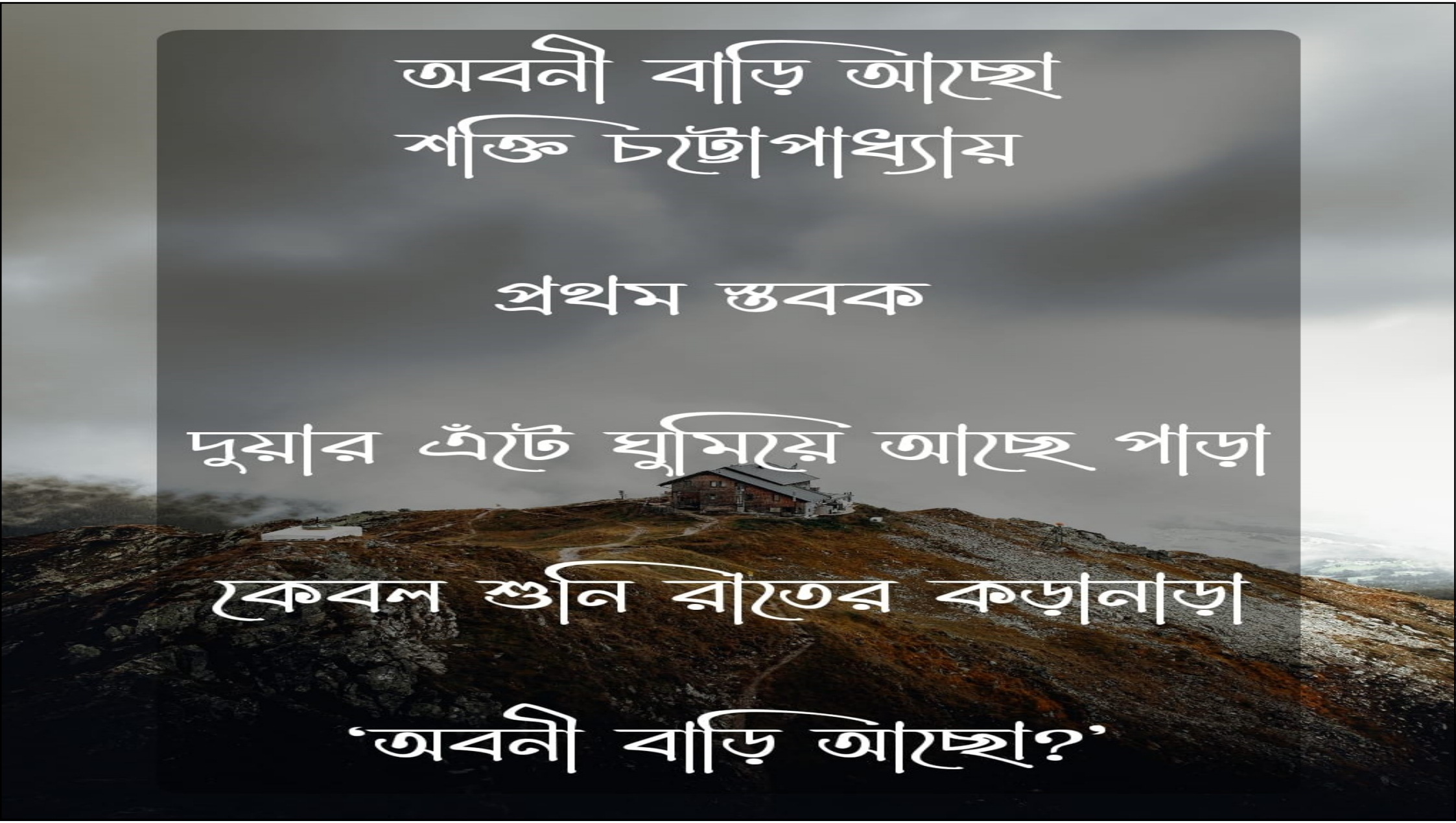
অবনী বাড়ি আছো
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
প্রথম স্তবক
দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
‘অবনী বাড়ি আছো?’

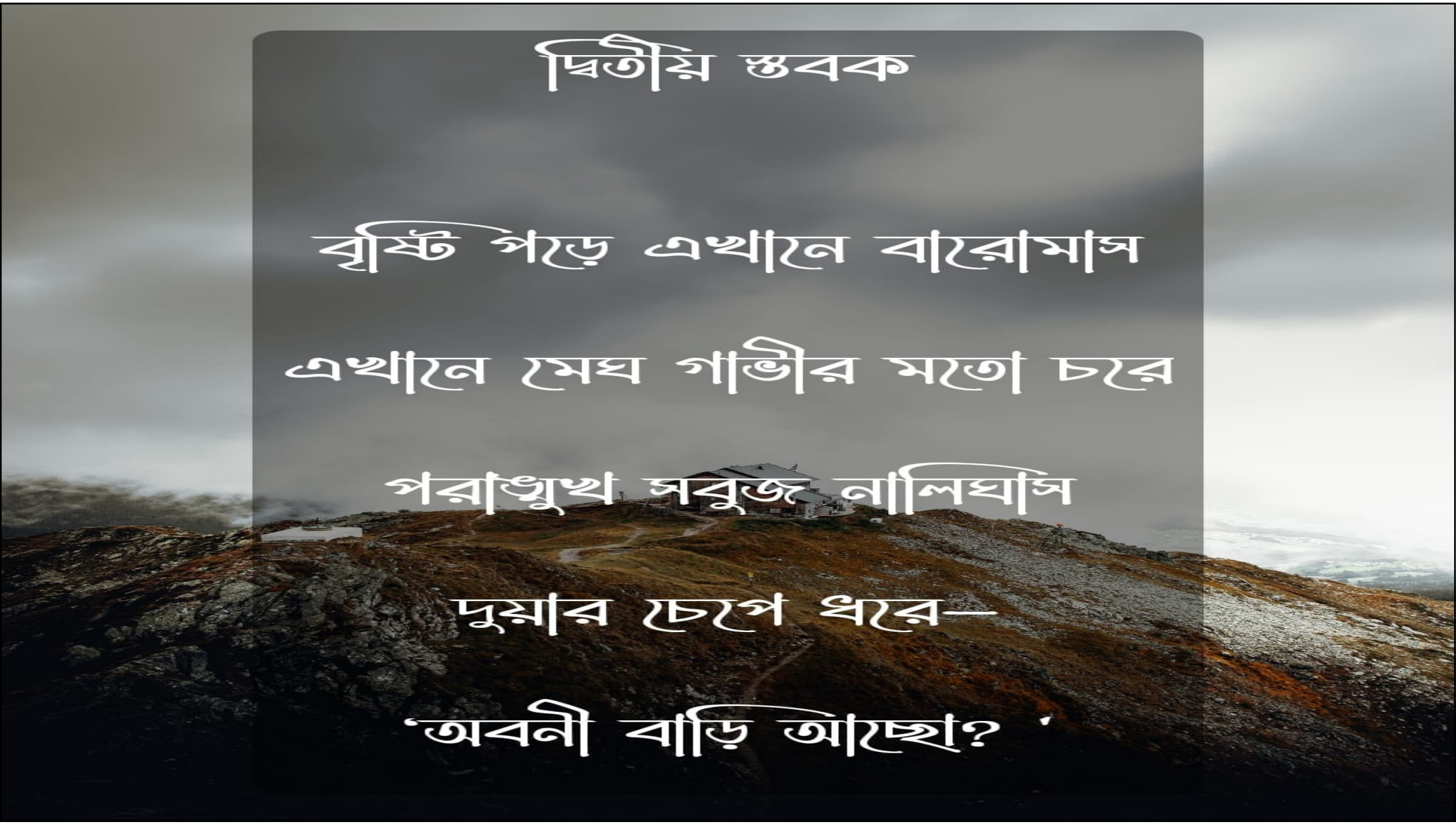
দ্বিতীয় স্তবক
বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে—
‘অবনী বাড়ি আছো? ’

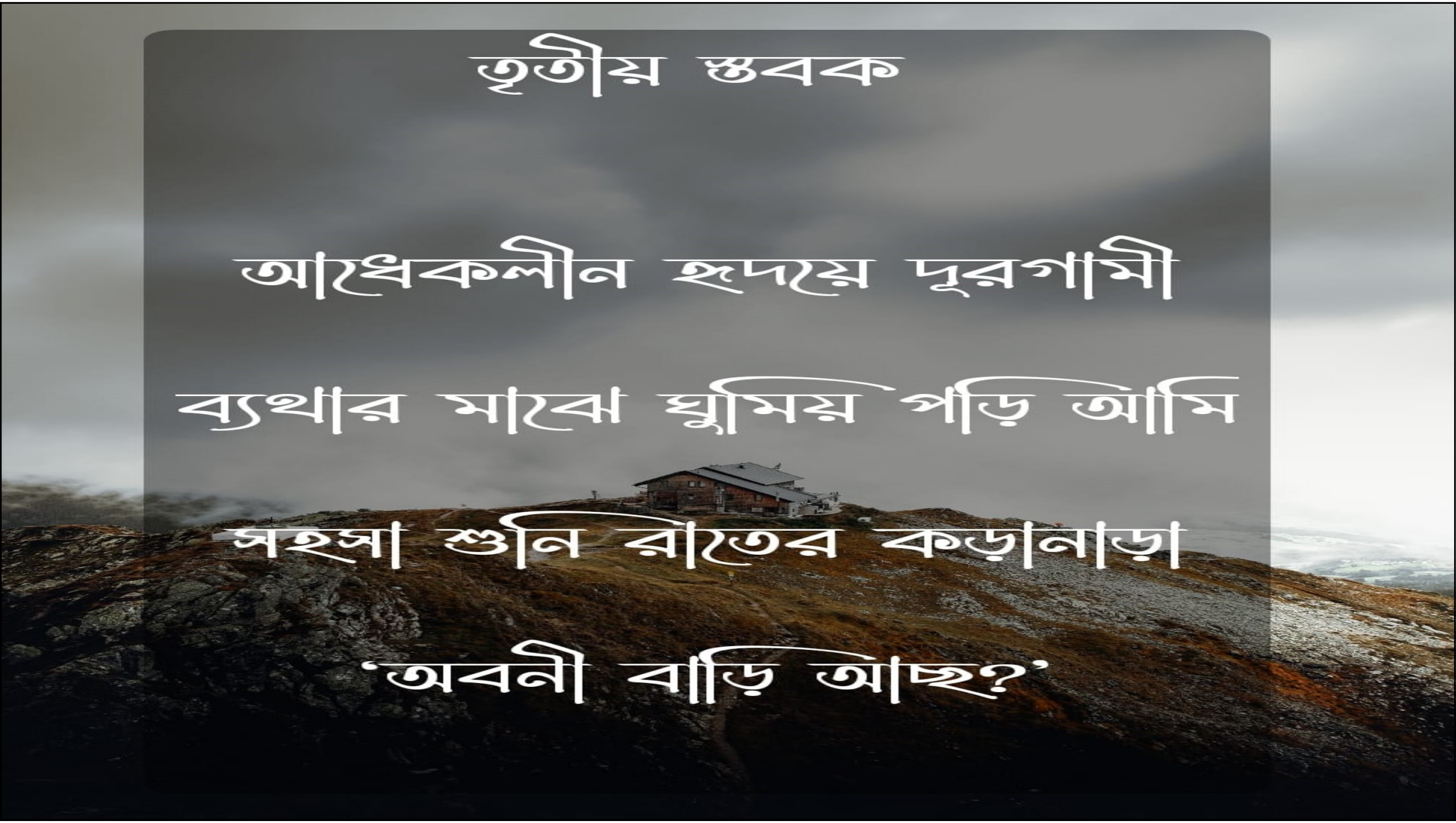
তৃতীয় স্তবক
আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয় পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া
‘অবনী বাড়ি আছ?’

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কথা

" চিরটাকাল আমার মনের একটা দিক সামাজিক, অন্য দিক সমাজ-বিরুদ্ধ। এমনটা, বোধ করি, সব না হলেও অধিকাংশ মানুষেই বর্তমান, নিতান্ত নিজেকে না বেঁধে বন্দী করলে। তাই, কোনো কোনো সময়, যখন তেমনভাবে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি না, তখন এই সামাজিক অস্থিরতার তীব্রতা আমার মূল ধরে টান দেয়—যে-তীব্রতা বাতাসে আছে, আমি এখানে তার কথাই বলছি। রাজনৈতিক সচেতনতা, আছে নাকি? এই হুজুগপ্রিয় বাংলাদেশে? একত্র-কাজের প্রবণতা? আমি দেখে-দেখে, এখন একটা অবশ্যম্ভাবী ভাঙচুরের পক্ষপাতী। একটা কিছু হোক — এই বিপ্লব, বন্যার ওলোটপালোট—যা-হোক কিছু, কলকাতা মহেঞ্জোদারোর মতো ডুবে থাক কিছুকাল। আমার লেখায় প্রত্যক্ষ কিছুর প্রায় নিমন্ত্রণ নেই বললেই চলে। এমনকি, যখন "মানিক বন্দোপাধ্যায় একটি এলেজি' কিংবা 'স্মরণিকা : দিলীপকুমার সেন কিংবা দাঙ্গার ওপর লেখা 'এই বাংলাদেশে ওড়ে রক্তমাখা নিউজপেপার বসন্তের দিনে'—প্রভৃতি লেখার ভেতরটা দেখি, তখন সেগুলি নামমাত্রে প্রাসঙ্গিক হলেও, আবেশ-আবেষ্টনীতে প্রসঙ্গ ত্যাগ করেও অন্যত্র, ব্যক্তিগত ও সমাজগত দুঃখে পাঠককে সন্নিবেশিত করে। পরোক্ষ কিছু টানটোনের মাধ্যমে আমি প্রত্যক্ষ ত্যাগ করতেই ভালোবাসি। তেমনি, রাজনীতি স্পষ্ট ও সোচ্চার নয় আমার লেখায়; আমি অমন উচ্চারণময় উচ্চকণ্ঠ লেখা, মনে মনে, এড়িয়ে যেতে ভালোবাসি।"

(উৎস – কবিতা পরিচয়; সম্পাদনা অমরেন্দ্র চক্রবর্তী)

২

"আপনাদের প্রশ্নের উত্তরে আমার একটি পাল্টা প্রশ্ন ছিলো—আগেই বলেছি। রাজনৈতিক সচেতনতা ?

সব দেশেই কবিতা সম্পর্কে উদাসীনতা আছে। বাংলাদেশে আজ থেকে দু-তিন বছর আগেও যে-উদাসীনতা বর্তমান ছিলো, পরিসংখ্যানে ভর করে কথার উত্তর দিলে বলতেই হয়, সে-উদাসীনতায় যথেষ্ট চিড় খেয়েছে আজ। আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজেরও নানান টুকরো আছে। উঁচুর দিকে যে টুকরোগুলি, তাঁদের ঘরে বাংলা অচল। তাঁরা বাংলাদেশের ইংরেজ। ছেলেমেয়েদেরও সেভাবে তৈরি ক'রে তুলছেন। বাধ্যতামূলক বলেই দুশত টাকার বাংলার মাস্টারমশাই তাদের ঘরে-ঘরে। বাড়ি-গাড়ি আর মূল্যবান বাংলার মাস্টার! না, তাঁদের ঘরে ইংরেজি কবিতারও পা রাখার জায়গা নেই।

যা আছে এবং যথেষ্ট পরিমাণেই আছে মধ্যবিত্ত ঘরে, এবং প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত নিয়েই সমাজ।"

৩

" কবিতায় যে-ভাষায় কথা বলি তার নাম কবিতার ভাষা। মুখ ও মন থেকে সে-ভাষার জন্ম।

কবিতা মানুষের মুখের ভাষার কাছে যাবে, এমন কড়ার ক'রে কেউ কবিতা লিখতে বসবেন, এ ব্যাপারে আমার বিশ্বাস নেই। এবং প্রকৃতপক্ষে মুখের ভাষা ব'লে কবিতার মধ্যে যাকে দেখতে পাই, তা কবিতারই নিজস্ব সহজ, লেখনশৈলী—কিছুটা লৌকিক শব্দ-প্রযুক্ত।

সে-অর্থে আমার আবহমান পদ্যে যেমন মাঝেমাঝে জটিলতা এসেছে, তেমনই—লোকে বলেছে কখনো, সে সহজ! আমার কাছে দুটোই সমান। আমিদুটোকেই অল্প-স্বল্প বুঝি। কবিতা যদি কোনোদিন জনসাধারণের ভাষা হয়ে দাড়ায়, তা হতে পারে। কিন্তু হতে শুনিনি।"

"তা করতে পারে। যেমন করে খবরকাগজ। কিন্তু খবরকাগজ সাধারণ সাহিত্যের চিরদিনই ক্ষতি করে আসছে। তাছাড়া, সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে পদ্য তো যথেষ্ট লেখা হয়ে থাকে— আকর্ষণের ব্যাপার সত্য হ'লে তুলকালাম কাণ্ড স্বচক্ষে দেখতে পেতাম। লোককবির অবস্থাই গ্রামে কেমন সঙ্গীন, তাঁকে শহরে প্রদর্শিত হতে হয়—এ-ঘটনা তো গত কয়েকবছর ধ'রে দেখি—দুঃখ পাই।"

৫

"কবিতা লেখার জন্য অনুকূল ও প্রতিকূল কোনো অবস্থাই সাহায্যে আসে না। লিখতে চাইলেই লেখা হয় না, লিখতে পারলে তবেই লেখা সম্ভব। এখনকার এই সময়েও তো যথেষ্ট ভালো কবিতা লেখা হচ্ছে। পুরোনো-প্রতিষ্ঠিতের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, যদি ধরা যায় তাঁরা অভ্যাসবশত লেখেন। কিন্তু নতুন অনেকেই লিখছেন। তাঁরা লিখছেন কেন? অন্য কোনো সুকর্ম করলেই পারতেন। লিখতে সবাই পারেন না, কেউ কেউ পারেন এবং তাঁরা তো লিখছেন। এই সময় এখনকার, একটা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। তবে, লিখছেন? সময়ের সাহায্যকারী লেখা লিখছেন কি? এমন অকবিত্ব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। সম্ভবত, নেই কারুর কাছেই।"

(উৎস – কবিতা-পরিচয়; অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। পৃষ্ঠা -৩০১-৩০২)

অবনী বাড়ি আছো

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া
‘অবনী বাড়ি আছো?’

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে–
‘অবনী বাড়ি আছো?’

আধেকলীন হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয় পড়ি আমি
সহসা শুনি রাতের কড়ানাড়া
‘অবনী বাড়ি আছ?’